যায়যায়দিন

13 AUG 2009

তারিখ 13 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম

ভয়াবহ সেশনজটের কবলে চবি

চবি সংবাদদাতা

কয়েকটি বিভাগের কারণে ভয়াবহ সেশনজটের কবলে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি)। এ বিভাগগুলোতে বছরের পর বছর লেগে থাকছে সেশনজট। বাংলা, ইংরেজি, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ভূগোল, ইসলামের ইতিহাস, চারুকলাসহ ছয়টি বিভাগে এক বছরের কোর্স শেষ হতে লাগে প্রায় দুই বছর। আবার পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে সময় লাগে আরো আট নয় মাস। পরীক্ষার জন্য এবং ফল প্রকাশের জন্য আন্দোলন করতে হয় অনেক বিভাগের শিক্ষার্থীদের। সাত আট বছরেও পাঠ-চুকাতে পারেনি কয়েকটি শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা।

বাংলা বিভাগে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন, বিক্ষোভ ও ভাংচুরের মাধ্যমে দীর্ঘ ২২ মাস পর পরীক্ষার সুযোগ পাওয়ার নজির রয়েছে।

> আট বছরেও পাঠ চুকাতে পারছে না শিক্ষার্থীরা
> ফল প্রকাশ করতে লাগে ১ মাস

বর্তমানে ০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের তৃতীয় বর্ষ ১৬ মাস অতিবাহিত হতে চলছে। আট বছরেও পাঠ চুকাতে পারেনি ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা।' এ বিভাগের প্রতিটি বর্ষে দুটি করে শিক্ষাবর্ষ রয়েছে। ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে ছয় মাস। তবে রেজাল্ট না হওয়ায় কোনো চাকরির জন্য আবেদন করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ থাকায় সেশনজট কমছে না বলে অভিযোগ করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাংলা বিভাগের এক শিক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা তৃতীয় বর্ষ পার হওয়ার আগে অন্য কয়েকটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ফেলে। এখনকার ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা এখনো অনার্স শেষ করতে পারেনি। এ বিভাগ থেকে সেশনজট কমিয়ে আনতে সম্প্রতি প্রথমবর্ষের পরীক্ষা নয় মাসে নিয়ে নেয়া হলে ৭০ জনের অধিক শিক্ষার্থী ফেল করায় বিপাকে পড়েছে বিভাগটি।

ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগে গড়ে ৩০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করলেও বিভাগের প্রতিটি বর্ষে দুটি করে শিক্ষাবর্ষ রয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষসহ পাঁচটি বর্ষে মোট নয়টি শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ন করছে। কয়েকটি শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা দেড় বছর ধরে একই বর্ষে অধ্যয়ন করলেও এখনো ওই বর্ষগুলোর পরীক্ষার কোনো সময়সূচি তাদের জানা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়কার সেশনজট মুক্ত বিভাগ ছিল ইসলামের ইতিহাস। কিন্তু বিভাগের প্রয়াত এক শিক্ষককে চেয়ারম্যান করা নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার কারণে বিভাগের সেশনজট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিভাগে বর্তমানে সাতটি শিক্ষাবর্ষ রয়েছে। স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ বিভাগের শিক্ষক।

চারুকলা বিভাগে বর্তমানে আটটি শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অধ্যয়ন করছে। ছয় বছর পার হলেও চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়ন করছে ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষা শেষ হওয়ার আট নয় মাস পেরিয়ে গেলেও ফল প্রকাশিত হয় না বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রতিটি বর্ষে মাত্র ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। কমসংখ্যক শিক্ষার্থী থাকা সত্ত্বেও বিভাগটিতে বর্তমানে সাতটি শিক্ষাবর্ষ রয়েছে। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে সেশনজট কমছে না বলে জানিয়েছেন এক শিক্ষক।

বছরের পর বছর লেগে থাকা সেশনজটের ব্যাপারে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যানরা। বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. প্রিয়া রক্ষিত দস্তিদার যায়যায়দিনকে বলেন, উপাচার্যের নির্দেশ এবং ডিন অফিসের সহযোগিতায় সেশনজট কমাতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একদিনে সেশনজট কমানো সম্ভব হবে না। ধাপে ধাপে সেশনজট কমাতে বিভাগের শিক্ষকরা কাজ করে যাচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ দায়িত্ব নেয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে বিশ্ববিদ্যালয়কে সেশনজটমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিলেন। এ জন্য বিভাগের চেয়ারম্যানদের সঙ্গে করণীয় ঠিক করতে বৈঠকও করেছিলেন। বিভাগগুলো থেকে সেশনজট দূর করার জন্য একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উপাচার্য নির্দেশ দিলেও বাস্তবে তা অনুসরণ না করার অভিযোগ রয়েছে সেশনজটের কবলে পড়া বিভাগগুলোর চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে।

বিভাগগুলো থেকে সেশনজট কমানোর জন্য শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন সময় আন্দোলন করে আসছে। আবার পরীক্ষার সময় সূচি ঘোষিত হলে মিষ্টি খাইয়ে আনন্দ প্রকাশ করতেও দেখা গেছে। গত বছর বাংলা বিভাগে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের এ বিভাগে ভর্তি না হওয়ার জন্য 'বাংলা বিভাগে ভর্তি হোন, অনিশ্চিত জীবন গড়ে তুলুন' নামক লিফলেট প্রকাশ করে বিভাগের শিক্ষার্থীরা।